তারিখ 14 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩

সংবাদ

নরসিংদীর নারায়ণপুর ফাজিল মাদ্রাসা

সার্টিফিকেট না পেয়ে ছাত্রের বিষপান : অধ্যক্ষ পলাতক

প্রতিনিধি নরসিংদী

নরসিংদীর মনোহরদীতে সার্টিফিকেট না দেয়ায় অধ্যক্ষের কার্যালয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন শহিদুল ইসলাম (১৯) নামে এক শিক্ষার্থী। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত শনিবার দুপুরে মনোহরদী উপজেলা হরি নারায়ণপুর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে মাদ্রসার অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন। পুলিশের পাশাপাশি তাকে আটক করতে মাঠে নেমেছেন এলকাবাসী। এদিকে অভিযোগ প্রমাণিত হলে মাদ্রসা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয় হবে বলে জানিয়েছে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি।

জানা যায়, ২০১৬ সালে মনোহরদী উপজেলার হরিনারায়নপুর ফাজিল মাদ্রসা থেকে আলেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কেরানীনগর গ্রামের প্রয়াত কফিল উদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম। সে মনোহরদী ডিগ্রি কলেজে অনার্স ভর্তির জন্য সিলেক্ট হয়। গত এক মাস যাবৎ মাদ্রসা'র অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন মৌলবীর কাছে সার্টিফিকেটের জন্য ধরনা দেয়। শহিদুলকে আলেম পাসের সার্টিফিকেট দিতে রাজি হচ্ছেন না অধ্যক্ষ। এক পর্যায়ে সার্টিফিকেটের জন্য শহিদুলের কাছে তিন হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে দরিদ্র এই শিক্ষার্থী অধ্যক্ষের চাহিদা মতো তিন হাজার টাকা জোগাড় করতে না পেরে অবশেষ পাঁচশ' টাকা তুলে দেন অধ্যক্ষের হাতে। এতে তিনি সার্টিফিকেট দিতে রাজি হয়নি। এদিকে গত শনিবার মনোহরদী ডিগ্রি কলেজে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিন ছিল। তাই পুনরায় সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে মাদ্রসায় যায় শহিদুল। কিন্তু তিন হাজার টাকা না দিলে সার্টিফিকেট দেয়া হবে না বলে শিক্ষার্থী শহিদুলকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। সার্টিফিকেট না দিলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন বলে জানান শহিদুল। পরে কোন ভাবেই সার্টিফিকেট না নিতে পেরে মনের দুঃখে অধ্যক্ষের সামনে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরে মাদ্রসার শিক্ষকরা তাকে উদ্ধার করে মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে বিকেলে মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এদিকে শিক্ষার্থী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভে ফুসে উঠেন তার গ্রামের বাসিন্দারা। অজ্ঞান হয়ে যায় তার মা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য বজলুর রহমান বলেন, ছেলেটা অত্যন্ত মেধাবী। অনার্স ভর্তির জন্য তাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছিল না মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। নিয়মবর্হিভূতভাবে তা আটকিয়ে রেখে ছিল। পরে সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি শোনেন নি। তিনি তিন হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। ৫শ' টাকা দেয়ার কথা বলেও তিনি রাজি হননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাদ্রাসার এক শিক্ষক জানান, অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন অত্যন্ত দুর্নীতিবাজ। টাকা ছাড়া শিক্ষার্থী নয় কোন শিক্ষকের কাজও সে করেন না। তার সামনে ছেলেটা বিষ খেলেও, পাষণ্ড অধ্যক্ষ তাকে একবারও বাধা দেয়নি। তার কাছে টাকাই সব। এদিকে ঘটনার পর থেকে মোবাইল ফোন বন্ধ করে ঘা ঢাকা দিয়েছে মাদ্রসার অধ্যক্ষ। একাদিক বার তার ব্যবহৃত মোবাইল ০১৭১৮ ৮০৭৮৪৯ নম্বরে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।